রসুল(সঃ) এঁর চিঠি হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর নামে

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে ," হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর নামে রসুল(সঃ) এঁর চিঠি"।

হাবশার বাদশাহ্ নাজ্জাশীর নামে

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।

আল্লাহর রসুল মোহাম্মদের পক্ষ থেকে হাবশার বাদশাহ্ নাজ্জাশীর প্রতি। সালাম সেই ব্যক্তির ওপর যিনি হেদায়েতের অনুসরণ করেন। আমি আপনার কাছে মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। যিনি কুদ্দুস, যিনি সালাম, যিনি নিরাপত্তা ও শান্তি দেন, যিনি হেফাযতকারী ও তত্ত্বাবধানকারী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি ,ঈসা ইবনে মারইয়াম আল্লাহর রূহ এবং তাঁর কালেমা। আল্লাহ তায়ালা তা পূত পবিত্র সতী মারইয়ামের ওপর স্থাপন করেছেন। আল্লাহর রূহ এবং ফুঁ-এর কারণে হযরত মারইয়া(আঃ) গর্ভবতী হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম(আঃ)কে নিজের হাতে তৈরী করেছিলেন। আমি এক অদ্বিতীয় আল্লাহ এবং তাঁর আনুগত্যের প্রতি পরস্পরকে সাহায্যের দাওয়াত দিচ্ছি। এছাড়া একথার প্রতিও দাওয়াত দিচ্ছি , আপনি আমার আনুগত্য করুন এবং আমি যা কিছু নিয়ে এসেছি তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করুন।কেননা , আমি আল্লাহর রাসুল ,আমি আপনাকে ও আপনার সেনাদলকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আমি তবলীগ ও নসীহত করছি। কাজেই আমার তবলীগ ও নসীহত কবুল করুন।(পরিশেষে) সালাম সে ব্যক্তির ওপর , যিনি হেদায়েতের আনুগত্য করেন।

মোট কথা , আমর ইবনে উমাইয়া যামরী(রাঃ) আল্লাহর রসুলের চিঠি নাজ্জাশীর হাতে সমর্পণ করলে তিনি সে চিঠি চোখে লাগান এবং সিংহাসন ছেড়ে নীচে নেমে আসেন। এরপর তিনি হযরত জাফর ইবনে আবু তালেবের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। রসুল(সঃ) এঁর প্রেরিত চিঠির জবাবে তিনি একখানি চিঠি মদীনায় প্রেরণ করেন, সে চিঠির বক্তব্য নিম্নরূপ-

পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

আল্লাহর রসুল মোহাম্মদের নামে , নাজ্জাশী আসহামার পক্ষ থেকে।

হে আল্লাহর নবী , আপনার ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম, তাঁর রহমত ও বরকত নাযিল হোক। সেই আল্লাহর পক্ষ থেকে , যিনি ব্যতীত এবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই। অতপর,হে আল্লাহর রসুল , আপনার চিঠি আমার হাতে পৌছেছে। এ চিঠিতে আপনি হযরত ঈসা(আঃ) সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। আসমান যমীনের মালিক আল্লাহর শপথ, আপনি যা কিছু উল্লেখ

করেছেন হযরত ঈসা(আঃ) এর চেয়ে বেশী কিছু ছিলেন না। তিনি সেরূপই ছিলেন আপনি যেরূপ উল্লেখ করেছেন। আপনি আমার কাছে যা কিছু লিখে পাঠিয়েছেন, আমি তা জেনেছি এবং আপনার চাচাতো ভাই ও আপনার সাহাবীদের মেহমানদারী করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি , আপনি আল্লাহর সত্য ও খাঁটি রসুল। আমি আপনার কাছে বায়াত করছি, আপনার চাচাতো ভাইয়ের হাতে বায়াত করেছি এবং তার হাতে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্যে ইসলাম কবুল করেছি।

রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজ্জাশীর কাছে একথাও দাবী করেছেন, তিনি যেন হযরত জাফর এবং হাবশায় অবস্থানরত অন্যান্য মোহাজেরদের পাঠিয়ে দেন। সে অনুযায়ী নাজ্জাশী হযরত আমর ইবনে উমাইয়া যামবীর সাথে দুই কিশতিতে সাহাবীদের পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। আক কিশতিতে হযরত জাফর , হযরত আবু মুসা আশয়ারী এবং অন্য কয়েকজন সাহাবী ছিলেন। তাঁরা প্রথমে খায়বারে পৌঁছে সেখান থেকে মদীনায় হাজির হন। অন্য এক কিশতিতে অধিকাংশ ছিলো শিশু-কিশোর, তারা হাবশা থেকে সরাসরি মদীনায় পৌঁছে।

আলোচ্য নাজ্জাশী তাবুক যুদ্ধের পর নবম হিজরীতে ইন্তেকাল করেন ।আল্লাহর রসুল তার ইন্তেকালের দিনেই এ সংবাদ সাহাবীদের জানান এবং গায়েবানা জানাজার ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীতে নাজ্জাশীর স্থলাভিষিক্ত বাদশাহর কাছেও রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একখানি চিঠি পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন কিনা জানা যায়নি।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা কোরআন ও হাদীস সত্য। রসুল(সঃ) সত্য। কোরআন ও হাদীসের নির্দেশের

কাছে মাথা নত করতে হবে, যেভাবে হাবশার বাদশাহ সিংহাসন ছেড়ে নীচে নেমে আসেন এবং রসুলের নির্দেশের (চিঠির) কাছে মাথা নত করেছিলেন, রসুলের চিঠি চোখে লাগার অর্থই হোল আমি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করলাম

আসুন আমরা কোরআন ও সহীহ হাদীস মোতাবেক নিজেদের জীবন পরিচালনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে আত্মসমর্পন করি। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

……